যুগান্তর

তারিখ 03 FEB 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ আরেক 'অক্সফোর্ড'

● মুসাহিদ উদ্দিন আহমদ

সত্য, প্রেম, পবিত্রতার মহান আদর্শকে বাংলার আপামর জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ১৮৮৯ সালের ১৪ জুন জ্ঞানতাপস অশ্বিনী কুমার দত্ত পিতার নামানুসারে সেদিনের ছোট্ট শহর বরিশালের ব্রজমোহন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তখন থেকে দেশের অনেক প্রতিভাবান বাঙালি শিক্ষক মহান ব্রত নিয়ে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। অশ্বিনী কুমার দত্ত নিজে আইন পেশা ছেড়ে ব্রজমোহন কলেজে শিক্ষকতা শুরু করেন। উন্নত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রসার এবং পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় ফলাফলের জন্য অল্পদিনের মধ্যে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যের অক্সফোর্ড হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৮৯ সালে শিক্ষাবিদ

জ্ঞানেন্দ্র রায় চৌধুরী ব্রজমোহন কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে যোগ দেন। পরে ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, রজনী কান্ত গুহ, সতীশ চন্দ্র চাটার্জি, নীল রতন মুখার্জি, ম্যাক ইনার্নি প্রমুখ জ্ঞানী শিক্ষক অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কবির চৌধুরী ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসহ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রামে ব্রজমোহন কলেজের শিক্ষক, ছাত্র, কর্মচারীদের ছিল সক্রিয় ভূমিকা। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি এবং দর্শন শাস্ত্রে অনার্স কোর্স চালুর মাধ্যমে দেশের উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে এক নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। ১৯৬৫ সালের ১ জুলাই এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রাদেশিকীকরণ করা হয়। স্বাধীনতার পর এখানে বাংলা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, হিসাব বিজ্ঞান, ইসলামের ইতিহাস, ব্যবস্থাপনা, পদার্থবিদ্যা এবং রসায়নে সম্মানসহ বাংলা, ইতিহাস, অর্থনীতি ও রসায়নে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়। পরে পর্যায়ক্রমে ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজি, দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান, গণিত, মৃত্তিকা বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স অন্তর্ভুক্ত হয়।

দক্ষিণ বাংলার বিপুল সংখ্যক মানুষের শিক্ষা পিপাসা মেটাতে ২০০৫-২০০৬ শিক্ষাবর্ষে প্রথমবর্ষ সম্মান শ্রেণীতে আসন সংখ্যা ৩ হাজার ৩০০ থেকে ৪ হাজার ২৫-এ উন্নীত করা হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রকাশিত এক পরিসংখ্যান মোতাবেক ৩০ এপ্রিল ২০০৬ পর্যন্ত এখানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৯ হাজারের কাছাকাছি এবং ২০০৩ সালের সম্মান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর শতকরা হার ইংরেজি ৬২, অর্থনীতি ৮১.৬, পদার্থ বিজ্ঞান ৬০.২ এবং হিসাব বিজ্ঞান ৭৬। দক্ষিণ বাংলার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্রজমোহন কলেজের ক্রমবর্ধমান শিক্ষার্থীর চাহিদা মেটাতে কলেজের অবকাঠামোগত সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের কথা বিবেচনা করা প্রয়োজন। কলেজ লাইব্রেরি আরও সমৃদ্ধ হলে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বিস্তারে ভূমিকা রাখবে। শিক্ষার্থীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধি শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে। কলেজ ভবনে সর্বত্র সুপেয় পানির সার্বক্ষণিক সরবরাহ এবং শৌচাগারের শ্রীবৃদ্ধি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করবে। সর্বোপরি, কলেজ ক্যাম্পাসে আরও গাছপালা রোপণ, রক্ষণাবেক্ষণসহ ফুলবাগানে অম্লান ফুটন্ত ফুলের সমারোহ প্রাচ্যের অক্সফোর্ড ব্রজমোহন কলেজের ঐতিহ্য ধরে রাখবে— এটাই সবার প্রত্যাশা।